সমকাল

সমকাল গোলটেবিল আলোচনা

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতে চাই পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ

১০ ঘণ্টা আগে

সমকাল প্রতিবেদক

দেশে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে শিক্ষা খাতে নেওয়া বহু শুভ উদ্যোগই পরবর্তীকালে বাস্তবায়ন করা যায়নি। এ ছাড়া ক্লাসরুমে পাঠদান নিশ্চিত করা, উন্নত শিক্ষাক্রম, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষা খাতে সুশাসন নিশ্চিত করা গেলে শিক্ষার মান নিশ্চিত করা যাবে।

মঙ্গলবার সকালে সমকাল আয়োজিত 'মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে করণীয়' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

প্রায় তিন ঘণ্টার এ আলোচনায় পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করা, স্বচ্ছভাবে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ, ঘন ঘন কারিকুলাম ও সিলেবাস পরিবর্তন না করা, এমসিকিউ প্রশ্নপত্র থাকা না থাকা, শিক্ষা আইন করা, কওমি মাদ্রাসাগুলোকে সরকারি নজরদারির মধ্যে আনা, পাবলিক পরীক্ষা কমানো, পরীক্ষার্থী তৈরি না করে বিদ্যার্থী তৈরি করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভর্তিতে ও নিয়োগে দুর্নীতির বিষয়গুলো বারবার উঠে আসে।

সমকাল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম এম আকাশ ও রাশেদা রওনক খান, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম, ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান সবুর খান, প্রবীণ শিক্ষক নেতা ও জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ মমতাজ লতিফ, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এ কে এম ছায়েফউল্ল্যা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক আবদুল মান্নান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী, বিএসবি ক্যামব্রিয়ান এডুকেশন গ্রুপের চেয়ারম্যান লায়ন এম কে বাশার, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শোয়াইব জিবরান, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রউফ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ লে. কর্নেল আখতার ইকবাল পিএসসি, অ্যাকাডেমিয়ার পরিচালক মো. কুতুব উদ্দিন, অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু, নটর ডেম কলেজের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রঞ্জিত কুমার নাথ ও সমকালের বিশেষ প্রতিনিধি সাব্বির নেওয়াজ। বিএসবি-ক্যামব্রিয়ান এডুকেশন গ্রুপের সহায়তায় এই গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করা হয়। সঞ্চালনা করেন সমকালের উপ-সম্পাদক অজয় দাশগুপ্ত।

আলোচনায় অংশ নিয়ে শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন বলেন, শিক্ষার মান নির্ধারণের কোনো সঠিক মানদণ্ড নেই। আর মান কমে যাচ্ছে, এমন কথাও সত্যি নয়। কোনোভাবেই

শিক্ষার মান কমছে না। হয়তো যেখানে পৌঁছানো উচিত ছিল, সেই কাঙ্ক্ষিত মানে আমরা পৌঁছুতে পারিনি। তবে শিক্ষামান কখনও রাতারাতি বাড়ে না। এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। তিনি বলেন, এসএসসির প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে গণমাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত আক্রমণও থেমে থাকেনি। তবে একটি পরামর্শও কেউ দেয়নি যে, প্রশ্ন ফাঁস বন্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, সংবিধানে মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা আছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে সে প্রত্যয় আরও দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতে শিক্ষা আইন দ্রুত করতে হবে। কওমি মাদ্রাসাগুলোতে আমাদের সন্তানদের কী পড়ানো হচ্ছে, তা আমরা জানব না, কোনো তথ্য পাব না, তা হতে পারে না। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন, এ পদ্ধতি ভালো। মাথাব্যথা হলে মাথা কেটে তো ফেলতে পারি না।

অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, কত শতাংশ ফাঁস হওয়া প্রশ্ন পেয়েছে, সেটি মোটেও বড় কথা নয়। বড় কথা হলো, সাধারণ শিক্ষার্থীরা উদ্বিগ্ন হয়েছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চতুর্দিকে সবাই দুর্নীতি দেখছে, দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দেখছে না। তাই প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছেই। প্রশ্ন ফাঁস রোধে তিনি পাবলিক পরীক্ষা কমিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করে বলেন, অষ্টম ও দ্বাদশ শ্রেণিতে দুটি পরীক্ষা নেওয়া হোক। শিক্ষা খাতের বাজেট বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, শিশুরা ক্ষুধা নিয়ে স্কুলে এলে পড়াশোনায় তার মন বসবে না।

মমতাজ লতিফ বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আলোকে এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল চালু করতে হবে। নিরাময়মূলক শিক্ষা চালু ও শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি জোরদার করতে হবে।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম আতিকুল ইসলাম বলেন, উন্নত বিশ্বে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী কী শিখল, সেটা তার কাছ থেকে বের করে আনা হয়। মানসম্মত ফ্রেমওয়ার্ক, অধ্যয়নের বিষয়বস্তু (সাবজেক্ট কনটেন্ট) ও নিরীক্ষা কমিটি সেখানে থাকে। তিনি বলেন, কীভাবে শিখতে হবে সেটা জানাই হচ্ছে শিখন বা লার্নিং।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, শিক্ষাকে আমরা পরীক্ষানির্ভর করে ফেলেছি। দেশে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে বেকার বাড়ছে বলে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন বেরিয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানের সংযোগ নেই। অথচ জাপানে উচ্চশিক্ষা শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে বিযুক্ত হয়নি।

নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাশেদা রওনক কতগুলো প্রশ্ন রাখেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুর্নীতি কারা করেন? কোনো বস্তিবাসী, না জিপিএ ৫সহ বেশি ভালো ফলধারী ব্যক্তিরা? দেশ-বিদেশের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা পড়ে এসেছেন, তারা কেন দুর্নীতি করছেন সে প্রশ্ন রাখতে হবে।

সমকালের উপ-সম্পাদক অজয় দাশগুপ্ত বলেন, শিক্ষার সংখ্যাগত যে উন্নয়ন হয়েছে সেটাকে গণমাধ্যমকর্মী হিসেবে ইতিবাচকভাবেই দেখি। আমরাও শতভাগ পাস চাই। তবে সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটাতে মানের যেন অবনমন না ঘটে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে নীতিনির্ধারকদের।

অধ্যাপক মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী বলেন, শিক্ষকের যোগ্যতা বড় নয়, তার দক্ষতা বড় করে দেখতে হবে। শিক্ষার মান নিয়ে সংকট, সেটি সভ্যতার সংকট। মানসম্মত শিক্ষার সংকট যুগে যুগে ছিল, এখনও আছে।

অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, শিক্ষার্থীদের মাঝে মূল্যবোধ তৈরি করে দিতে হবে শিক্ষকদেরই। দেশপ্রেম, নৈতিক মূল্যবোধ শিখবে শিক্ষার্থীরা। অথচ সেই জায়গাটিতেই বড় অভাব।

অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ বলেন, স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন এসেছে। এটি বড় অর্জন। তবে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যবই শুদ্ধভাবে পড়তে পারে না। এটি লারনিং ক্রাইসিস।

সবুর খান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক প্রমোশন চাইবেন অথচ তিনি গবেষণা করবেন না। তাদের মধ্যে গবেষণার মানসিকতা দেখা যাচ্ছে না। যারা শিক্ষার মান নির্ধারণ করবেন, তারা আসলে মান সম্পর্কে কতটুকু জানেন।

এ কে এম ছায়েফ উল্ল্যাহ বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়নে মানসম্মত শিক্ষকরা সবচেয়ে নিয়ামক ভূমিকা রাখতে পারেন। কিন্তু শিক্ষকতাকে এ দেশে এখনও আকর্ষণীয় করা যায়নি। তিনি বলেন, শিক্ষার মান সত্যিকার অর্থে কমে গেলে অস্তিত্ব থাকত না।

শোয়াইব জিবরান বলেন, শিক্ষাকে রাষ্ট্রের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, রাজনীতির নয়। এখন রাজনীতিককরণের ফলে শিক্ষার মানে প্রভাব পড়েছে, বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেছে।

লায়ন এম কে বাশার বলেন, মান বাড়ানোর জন্য সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। কিন্তু এটি ঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। আমরা এখন মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক থেকে এমসিকিউ তুলে দেওয়ার কথা বলছি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিতে সেটি চালু আছে। সে ক্ষেত্রে কী করা হবে, এটাও ভাবতে হবে।

জিয়াউল কবির দুলু বলেন, নৈতিকতাসম্পন্ন শিক্ষক থাকলে প্রশ্ন ফাঁস হতো না; কোচিংবাণিজ্য বন্ধ হতো। এখন স্কুল-কলেজে গভর্নিং বডিগুলো টাকা দিয়ে যদি শিক্ষক নিয়োগ দেয়, তাহলে সে শিক্ষক তো প্রশ্ন ফাঁস করবেনই। আর কোচিংবাণিজ্যও এভাবে চলতে থাকবে। তিনি বলেন, মানসম্মত শিক্ষক না হলে পাঠদান কখনোই ভালো হবে না।

© সমকাল 2005 - 2017

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬, বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com